দেশি হাঁস-মুরগি প্রতিপালন মডিউলের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- হাঁস-মুরগি পালনে উন্নত বাসস্থান
- উমে বসা মুরগির জন্য হাজল ব্যবহার
- বাচ্চা ফোটার পর মা মুরগি থেকে বাচ্চা আলাদা করা
- হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত টিকা প্রদান
- টর্চ লাইটের আলোয় ডিম পরীক্ষা
- মা মুরগি বাচ্চার জন্য সুষম খাবার
- আয়-ব্যয় তথ্য সংরক্ষণ
- নেটওয়ার্কিং বা যোগাযোগ
- হাঁস-মুরগি রোগবালাই

হাঁস-মুরগি পালনে উন্নত বাসস্থান

- হাঁস-মুরগির আরামদায়ক বাসস্থান, বৃষ্টি বাদল এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণির হাত থেকে থেকে রক্ষা করার জন্য উন্নত বাসস্থান প্রয়োজন।
- আলো-বাতাস সম্পন্ন বাসস্থান হাঁস-মুরগির জন্য অত্যন্ত উপযোগি। প্রয়োজনে দরজা এবং জানালা লাল রং এর প্লাস্টিকের নেট দিয়ে তৈরি করতে পারেন। ছবি দেখুন।
- নিয়মিত হাঁস-মুরগির বাসস্থান পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন, যা উন্নত বাসস্থানে সহজেই করা যায়।
- বাসস্থানটি একটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা ভাল যাতে এটি অধিক সূর্যের আলো থেকে রক্ষা পায়।

- আপনি যদি দু'তলা ঘর বানান তাহলে অল্প জায়গায় অধিক হাঁস-মুরগি পালন
- করতে পারবেন। প্রত্যেক তলা ১.৫ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন হওয়া ভাল।
- ঘরের প্রতি তলায় দুই থেকে তিনটি খোপ তৈরি করতে পারেন তাহলে বড় মুরগি এবং ছোট মুরগি আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন।
- বাসস্থান কত বড় হবে তা নির্ভর করবে হাঁস-মুরগির সংখ্যার উপর।
- ১৫-২০ টি বড় মুরগি নীচ তলায় (২০ বর্গফুট) এবং ৪০-৫০ টি ছোট মুরগি (উপরতলা) পালনের জন্য ৭ ফুট দৈর্ঘ্য, ৪ ফুট প্রস্থ এবং প্রতি তলা ১.৫ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন বাসস্থান তৈরি করা প্রয়োজন।

উমে বসা মুরগির জন্য হাজল ব্যবহার

- উমে বসা মুরগি সহজে বাইরে গিয়ে খাবার এবং পানি গ্রহণ করতে চায় না। ফলে উমে বসা অবস্থায় ওজন কমতে থাকে।
- হাজল ব্যবহার করলে মুরগি হাজলে বসে একই সময়ে খাবার এবং পানি গ্রহণ করতে পারে।
- হাজল মুরগিকে সুস্থ এবং শারীরিক ভাবে সবল রাখতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে মুরগি সঠিক ভাবে বাচ্চার যত্ন নিতে পারে।
- মুরগি ডিমে সঠিক ভাবে তা দিতে পারে, ডিম সহজে ঘুরাতে পারে ফলে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার বেড়ে যায়।

বাচ্চা ফোটার পর মা মুরগি থেকে বাচ্চা আলাদা করা

- বাচ্চা ফোটার পর বেশি দিন মা মুরগি বাচ্চার সাথে থাকলে পুনরায় ডিম পাড়তে বেশি সময় নেয়।
- মা এবং বাচ্চা মুরগিকে গ্রীষ্মকালে এক সপ্তাহ এবং শীতকালে দুই সপ্তাহ এক সাথে থাকার পর আলাদা করে দিন। এতে মুরগি তাড়াতাড়ি আবার ডিম পাড়া শুরু করবে।
- বাচ্চা কে নিরাপদ রাখার জন্য মুরগির ঘরের একটি কক্ষে রাখুন।
- আপনি যদি বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলাদা করে দেন তাহলে মুরগি বছরে ২-৩ বারের জায়গায় ৫-৬ বার ডিম পাড়বে। এতে ডিমের উৎপাদন দ্বীণ পরিমাণ বাড়বে।

হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত টিকা প্রদান

- হাঁস-মুরগি নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিছু কিছু রোগ আছে যা হাঁস-মুরগির মৃত্যু ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- রানীক্ষেত, ফাউল পক্স, ফাউল কলেরা, ডাক প্লেগ ইত্যাদি।
- সময়মত টিকাদান হাঁস-মুরগিকে এই সব রোগ থেকে রক্ষা করে।
- আপনার আশে পাশে অবস্থানকারী টিকাদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

টিকাদান কর্মসূচি

রোগের নাম	টিকার নাম	বয়স	মিশ্রন প্রণালী	টিকা প্রয়োগ স্থান	মাত্রা/ডোজ	প্রয়োগ পদ্ধতি
রানীক্ষেত	বিসিআর ডিভি	৪-৭ দিন ১ম মাত্রা ২১ দিন ২য় মাত্রা	৬ সিসি ডিস্টিল্ড ওয়াটার	চোখ	১০০ মুরগির বাচ্চা	১ চোখে ১ ফোটা
রানীক্ষেত	আরডিভি	২-২.৫ মাস বয়সে ১ম মাত্রা, ৪ মাস পরপর	১০০ সিসি ডিস্টিল্ড ওয়াটার	রানের মাংসে	১০০ মুরগিকে	১ সিসি করে
গুটি বসন্ত	ফাউল পক্স	২৮-৩১ দিন বয়সে	৩ সিসি ডিস্টিল্ড ওয়াটার	ডানার নিচে পালক বিহীন স্থানে	২০০ মুরগির বাচ্চা	২ সুই দিয়ে খুঁচিয়ে
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা	৭০-৯০ দিন ৬ মাস অন্তর	তরল	রানের মাংসে	১০০ সিসি করে	১ সিসি করে
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ	২০-২৫ দিন ১৫ দিন পর ২য় মাত্রা	১০০ সিসি ডিস্টিল্ড ওয়াটার	রানের মাংসে	১০০ সিসি করে	১ সিসি করে

টর্চ লাইটের আলোয় ডিম পরীক্ষা

- উমে বসানো ডিম সবগুলো বাচ্চা উৎপাদনের উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- মোমবাতি অথবা টর্চ লাইট ব্যবহার করে অনুর্বর ডিম বাছাই করা যায়।
- উমে বসানোর পাঁচ দিন পর টর্চ লাইট বা মোমবাতির আলোয় আপনি বাচ্চা ফোটার উপযুক্ত ডিম সনাক্ত করতে পারবেন। উর্বর ডিমটিতে মাকড়সার জালের মত লাল রং এর আভা দেখা যাবে।
- পরীক্ষার পর ভাল ডিম রেখে অনুর্বর ডিম সরিয়ে নিন যা পরবর্তীতে খাওয়া অথবা বিক্রি করা যেতে পারে।

Eggs candling on 5th day

মা মুরগি ও বাচ্চার জন্য সুষম খাবার

সুষম খাবার মুরগি এবং বাচ্চার ওজন সঠিক ভাবে বাড়তে সহযোগিতা করে।
প্রতিদিন মুরগিকে ৫০-৬০ গ্রাম সুষম খাবার দিন। বাচ্চা প্রতিদিন প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি খাবার খেতে পারে।
আপনি নিজেই বাড়িতে সুষম খাবার তৈরি করতে পারেন। যেমন-

- চালের কুড়া
- চাল ভাংগা
- শুটকি মাছ
- মাছ কুটার পর ফেলে দেওয়া অংশ
- ডিমের খোসা ভাংগা
- শামুক ভাংগা / ঝিনুকের গুড়া
- সবুজ ঘাস

নরম চামড়ার ডিম- ক্যালসিয়ামের অভাব

এই উপাদানীলো কৃষক বাড়ি থেকেই সংগ্রহ করতে পারে।
বাজারে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত মুরগি ও মুরগির বাচ্চার খাবার পাওয়া যায়। বাড়িতে তৈরি করা খাবারের চেয়ে বাজারের খাবারে দাম অনেক বেশি। তবে বানিজ্যিক খাবারে সবগুলো খাদ্য উপাদান সঠিক মাত্রায় থাকে।

বাচ্চার খাদ্য ব্যস্থাপনা

- বাচ্চা ফোটার পর ৭-৮ ঘন্টা পর্যন্ত বাচ্চা গুলোকে মায়ের কাছে রাখতে হবে যাতে করে বাচ্চাগুলো মায়ের উম পেয়ে সতেজ হতে পারে।
- বাচ্চা ফোটার ১ম দিন থেকে পরপর তিনদিন খাবার সেলাইন খাওয়াতে হবে। সাধারণত আধা লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানিতে ১ মুট গুড়, ১ চামচ চিনি, ৮-১০ ফোটা লেবুর রস তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবন, ১/৩ গ্রাম অক্সিটেট্রা সাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে খাবার সেলাইন তৈরি করে মুরগির /হাঁসের বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এর ফলে মুরগির বাচ্চার যেমন দূর্বলতা কাটবে অন্য দিকে ভেজা কুসুম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে যা জীবানুর হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চা ফোটার পর তাকে প্রথমে সেলাইন পানি পরে, ব্রয়লার স্ট্যাটার/ হাতে তৈরি সুষম খাবার দিতে হবে।
- বাচ্চাকে ১০ গ্রাম করে প্রথম সপ্তাহে দানাদার সুষম খাদ্য দিতে হবে। ২য় সপ্তাহ থেকে প্রতিটি মুরগির বাচ্চাকে ৫ গ্রাম ও ও হাঁসের বাচ্চাকে ১০ গ্রাম হারে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

একটি বাচ্চার খাদ্যের পরিমাণ (মুরগি/হাঁসের বাচ্চা)

সময় (সপ্তাহ)	মুরগির বাচ্চা	হাঁসের বাচ্চা	মন্তব্য
	পরিমাণ (গ্রাম)	পরিমাণ (গ্রাম)	
১ম	১০	১০	খাদ্য যা তার দ্বিগুণ পানি দিতে হবে
২য়	১৫	২০	
৩য়	২০	৩০	
৪র্থ	২৫	৪০	

আয়-ব্যয় তথ্য সংরক্ষণ

মুরগির পালনে সঠিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা প্রয়োজন। এ থেকে মুরগি পালন থেকে কত টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা বুঝা যায়। একটি নোট বুকে নিম্নলিখিত তথ্য গুলো লিখে রাখুন।

- বাসস্থান ব্যয়
- মুরগির বাচ্চ/হাঁসের বাচ্চার দাম
- সম্পূরক খাদ্যের দাম
- টিকাদান খরচ
- পরিবহন খরচ
- অন্যান্য

পরিবারে ডিম খাওয়ার পরিমাণ এবং এর আর্থিক মূল্য (টাকা)

পরিবারে হাঁস-মুরগি খাওয়ার পরিমাণ এবং এর আর্থিক মূল্য (টাকা)

ডিম বিক্রির পরিমাণ এবং এ থেকে অর্জিত আয় (টাকা)

হাঁস-মুরগি বিক্রির পরিমাণ এবং এ থেকে অর্জিত আয় (টাকা)

কয়েক মাসের হিসাব থেকে হাঁস-মুরগি পালন থেকে নীট মুনাফার একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

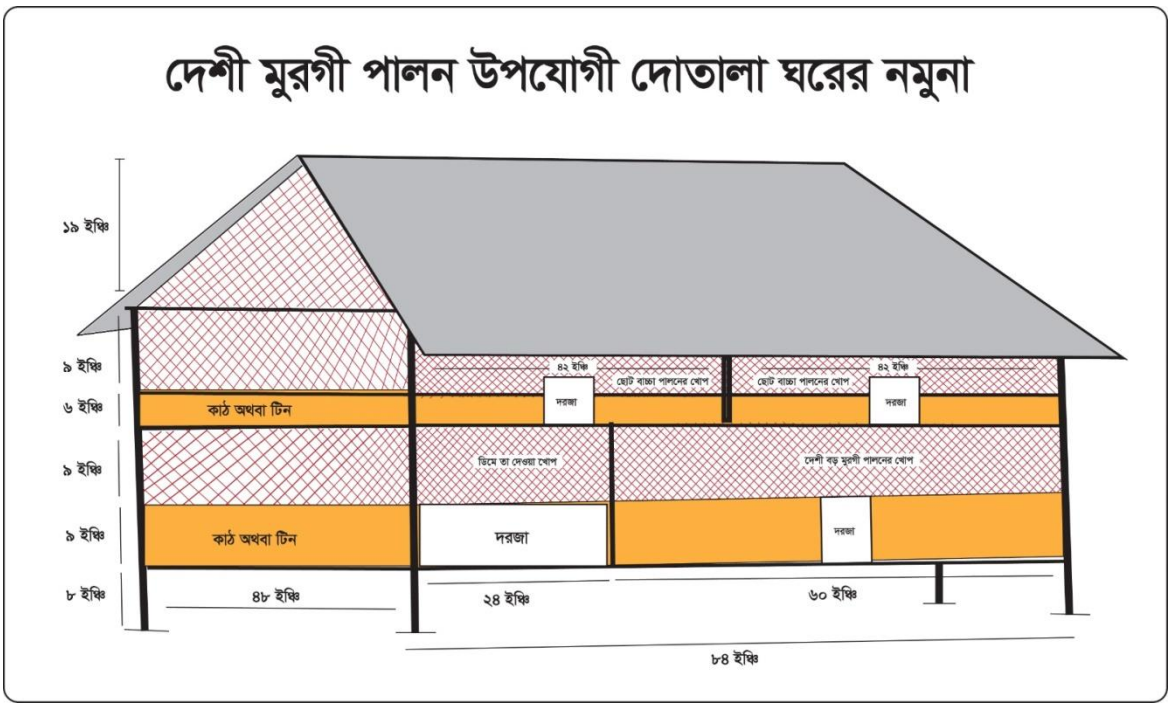

পোল্ট্রির স্বাস্থ্য পরিচর্যা

ভূমিকা ঃ দেশি মুরগি পালন খুব একটি জটিল প্রক্রিয়া নয়। তবে মাঝামাঝে স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো হঠাৎ করে হাঁস ও মুরগির জন্য মারাত্মক হতে পারে-তাই যেসব রোগ বালাই সম্পর্কে কৃষককে কিছু মৌলিক ধারণা লাভ করতে হবে যাতে করে ঐ সব রোগ-বালাই এ আক্রান্ত হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নিতে পারে।

স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনকে রোগ বলে। রোগ বালাই ও হাঁস- মুরগিকে সমানভাবে আক্রান্ত করে যা তাদের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। দেশীয় হাঁস-মুরগি পালন অনেক সময় আনন্দের কাজ হিসাবে ও নিয়ে থাকে। মানসম্মত ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য দেশী মুরগি পরিবারে একটি সদস্যের মতো ভূমিকা রাখে। শুধু কেবল ডিম ও মাংস উৎপাদনই করে না হাঁস-মুরগি গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধিতেও অনেক অবদান রাখে যা কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারন কিছু রোগ-বালাই আছে যা কৃষকের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হলো বহি: ও আন্ত: পরিজীবির আক্রমন, সংক্রামক রোগ ও পুষ্টিজনিত সমস্যা:
সাধারণ সংক্রামক রোগ হলো: ১) রানীক্ষেত রোগ ২) গামবোরো ৩) ফাউল পক্স ৪) কক্সিডিওসিস, সি.আর.ডি ও পলোরাম ইত্যাদি

পরজীবি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

মুরগির শরীরে বিভিন্ন ধরণের পরজীবির আক্রমন লক্ষ্য করা যায়। যেমন উকুন, আঠালি ইত্যাদি।
লক্ষণ:

- গায়ের পালক নষ্ট হয়ে যায়
- রক্ত শূন্যতা
- চুলকানি/বিরক্তিকরভাব
- মৃত্যু ও হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

দেশি মুরগির শরীরের প্রতি নিয়মিত লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তিন মাস অন্তর বহি: পরজীবির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দেশি মুরগি বালি/গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগির ঘরের পাশে বা বাড়ির আঙ্গিনায় সুবিধাজনক স্থানে একটি গর্ত করে কিছু বালি দিতে হবে যাতে মুরগি সহজে বালি গোসল সম্পন্ন করতে পারে। বালি গোসলের মাধ্যমে মুরগি তার নিজের শরীরকে পরিষ্কার করে নেয় এবং বহি: পরজীবিকে মুক্ত করে।

আন্ত:পরজীবি ঃ দেশি মুরগি আন্ত: পরজীবি দ্বারাও প্রচুর পরিমাণে আক্রান্ত হয়। কিছু পরজীবি আছে যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় আবার কিছু দেখা যায় না। আন্ত:পরজীবিগুলো মুরগিকে আক্রান্ত করে তাঁর শরীরের পুষ্টিকে খেয়ে ফেলে যা পরবর্তীতে ডিম উৎপাদন কমিয়ে দেয়। একটি আক্রান্ত মুরগি থেকে আরেকটি সুস্থ মুরগিতে ক্রিমির ডিম এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ:

- শরীরের ওজন কমে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- ডায়রিয়া দেখা দেয়।
- পালক উসকো খুসকো হয়ে যায়।
- খাবার খেতে অনীহাভাব দেখায়।
- বুকের হাড় বাহির হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নত করা এবং আক্রান্ত বাসস্থান পরিষ্কার করা
- তিন মাস অন্তর ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো

মুরগীর পায়ে যদি স্কেলী হয় তাহলে তার আক্রান্ত পা পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে আলতোভাবে ব্রাশ করতে হবে।

কক্সিডিওসিস

সাধারণত: বাড়ন্ত মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের মুরগি আক্রান্ত হয় বেশি। মুরগি বিভিন্ন প্রজাতির প্রটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কিভাবে মুরগি কক্সিডিওসিস এ আক্রান্ত হয়

মুরগির ঘর কক্সিডিয়ার জীবানু দ্বারা আক্রান্ত থাকলে বাড়ন্ত মুরগি সহজে আক্রান্ত হয়। অথবা মুরগির লিটার বা শোয়ার জায়গা যদি ভেজা থাকে তাহলেও আক্রান্ত হতে পারে।

কক্সিডিওসিস এ আক্রান্ত মুরগির লক্ষণ

- পায়খানার সাথে রক্ত দেখা যায় এবং পায়খানা মলদ্বারের চারপাশে লেগে থাকে ।
- আক্রান্ত বাচ্চা খাদ্য কম খায়, ডানা ঝুলে পড়ে এবং মাথা বাকিয়ে ডানার মধ্য দিয়ে বসে ঝিমাতে থাকে।
- পালক উশকো-খুশকো হয়ে যায়। বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যের সাথে এ্যান্টি কক্সিডিয়াল ঔষধ মিক্স করে বা পানির সাথে মিশিয়ে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা যায়। মুরগির বিছানা সব সময় শুকনা রাখতে হবে। কোনমতে ভেজা বা স্যাঁতস্যাতে রাখা যাবে না। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। তাই বর্ষাকালে রোদ্র দেখার সাথে সাথে বিছানা শুকিয়ে নিতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে।

সংক্রামক রোগ

ফাউল পক্স

ফাউল পক্স মুরগির ভাইরাসজনিত একটি সংক্রামক রোগ। রোগটির সুপ্তকাল ৪-২০ দিন। তাই মুরগির বাচ্চা বেশি পরিমানে আক্রান্ত হয়। তবে বড় মুরগিও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মুরগি ছাড়াও আমাদের দেশে কবুতর, কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সাধারনত: দুইভাবে এ রোগ দ্বারা মুরগি আক্রান্ত হয়ে থাকে

- পোকার কামড় বিশেষ করে মশায় কামড়ালে
- শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে
- রোগটি নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ

- মাথার ঝুটি, কানের লতি ও চোখের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি দেখা যায়।
- যেখানে পালক থাকে না ঐসব স্থানে চামড়ার উপর গুটি দেখা যায়।
- নাকে মুখে ভেজা স্থানেও গুটি দেখা যায়।
- শরীরে প্রচন্ড রকম জ্বর থাকে এবং কাজে অনীহা দেখা যায়।
- বাচ্চাগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় বা কয়েকদিনের মধ্যে মারা যেতে পারে।
- এ রোগে মুরগি আক্রান্তের হার ১০-৯৫% এবং মৃত্যুর হার ০-৫০%।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনরূপ চিকিৎসা ছাড়াই মুরগি সুস্থ হয়ে যায়।
- তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২য় পর্যায়ে অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। একবার আক্রান্ত মুরগি সারা জীবনের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। একমাত্র টিকা দানের মাধ্যমেই এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- চার সপ্তাহের পর মুরগীকে যে কোন সময় এ রোগের টিকা দেওয়া যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট জনিত রোগ (সি.আর.ডি)

বিভিন্ন প্রজাতির জীবানু দ্বারা মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন, পরজীবি, ধুলা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, জীবানু।

লক্ষণ

- শ্বাস কষ্ট, সর্দি কাশি।
- নাক ও চোখ থেকে পানি পড়া।
- গলার ভিতর গড় গড় শব্দ এবং হাঁ করে শ্বাস নেওয়া।
- খাদ্য গ্রহন এবং ডিম উৎপাদন কমে যায়

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- সঠিক বাসস্থান প্রদান
- সুষম খাদ্য প্রদান

- অসুস্থ হলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন

রানীক্ষেত

রানীক্ষেত ভাইরাসজনিত রোগগুলোর মদ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছোঁয়াছে রোগ। প্রথমে এই রোগটি ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক স্থানে ১৯২৬ সালে আবিষ্কৃত হয়। দেশীয় পোল্ট্রি এ রোগের প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পোল্ট্রি শিল্পতে এ রোগ ভীষণ ক্ষতি করে থাকে। শীত ও বসন্তকালে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ:

- তীব্র আকারে দেখা দিলে ১০০% মারা যায়।
- সাদা চুনের মতো পাতলা পায়খানা হয়।
- ডানা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।
- নাক দিয়ে পানি পড়ে।
- মুরগির মাথা ও ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়।
- মুখ হা করে লম্বা লম্বা শ্বাস নেয় ও শব্দ করে কাশতে থাকে।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে সুস্থগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে
- নতুন মুরগী বাড়িতে আসার সাথে সাথেই টিকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিয়মিত টিকা প্রদান-টিকাদান কর্মসূচিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

হাঁসের রোগ ঃ

হাঁসের রোগ বালাই কম। স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা, পরিস্কার ঘর, পর্যাপ্ত পানি এবং সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা গলে রোগ বালাই কম হয়। আবদ্ধ অবস্থায় রোগ দেখা দিলে মৃত্যুহার বেশি হয়। আমাদের দেশে হাঁসের প্রধান রোগ মূলত: ৩ টি যথা; ডাক পে-গ, ডাক কলেরা. বুটলিজম।

ডাক প্লেগ ঃ

কারণ ঃ এটি একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ, যা যে কোন বয়সের হাঁসে আক্রান্ত হতে পারে।

ডাক প্লেগের লক্ষণ ঃ

- হাঁস দূর্বল হয়ে দাঁড়াতে পারে না বা খুঁড়িয়ে বা বুকের উপর ভর করে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায় না।
- হাঁস মারা যাওয়ার পর বা কোন কোন সময় মরার পূর্বে পুরুষাঙ্গ বাইরে ঝুলতে দেখা যায়।
- নাক দিয়ে পানি পড়ে, সবুজ বা হলুদ পাতলা পায়খানা করে এবং কোন কোন সময় রক্ত পড়ে।
- রোগের লক্ষণ বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণ কমতে থাকে কিন্তু তৃষ্ণা বেড়ে যায়।
- মৃত্যর হার ৫-১০০% হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

ডাক কলেরা ঃ

কারণ ঃ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।

ডাক কলেরার লক্ষণ ঃ

- অনেক সময় মারা যাওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- হাঁসের ক্ষুধা কমে যায় কিন্তু পিপাসা হয়।
- হাঁস সবুজ বা হলদে সবুজ পাতলা পায়খানা করে।
- আক্রান্ড় হাঁসের মুখ দিয়ে পিচ্ছিল তরল পদার্থ বের হয়।
- অনেক সময় পায়ের গিট ও মাথা ফুলে যায়।
- মৃত্যুর হার ২০-২৫% পর্যন্ড় হতে পারে।

প্রতিরোধক ঃ জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

হাঁসের বটুলিজম ঃ

কারণ ঃ ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক তৈরি বিষাক্ত পদার্থের জন্য খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটে।

লক্ষণ ঃ

- অতি তীব্র হলে হঠাৎ হাঁস মারা যায়
- কম হলে প্রথমে দূর্বলতা দেখা যায়, হাঁস নিস্তেজ হয়ে পড়ে ।
- ডানা ঝুলে পড়ে, হাটতে পারে না এবং ঘাড় মাটিতে হেলে পড়ে।

প্রতিরোধ ঃ

পঁচা অথবা বাসি খাবার খাওয়ানো যাবে না। মৃদু আক্রান্ত হাঁসকে তুলে এনে পরিস্কার স্বচ্ছ জলাশয়ে রাখতে হবে।

মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি আছে এমন রোগবালাই

বার্ড ফ্লু

লক্ষণ

- কোন লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যাবে।
- মুরগি হাটার সময় পায়ের সাথে পায়ের সমন্বয়হীনতা।
- সর্দি-কাশির লক্ষণ থাকবে।
- নাক দিয়ে পানি পড়া।
- কানের লতি, মাথার ঝুঁটি, পা এ রক্ষবর্ণ দেখা যাবে।
- রানীক্ষেত রোগে মানুষের চোখ আক্রান্ত হতে পারে এবং চোখের ওঠা রোগ হতে পারে।

অপুষ্টিজনিত রোগ বালাই

দেশিজাতের মুরগীকে সাধারণত সুষম খাবার দেওয়া হয় না । তারা নিজেরাই বাড়ির আশ-পাশ থেকে বেশির ভাগ খাদ্য খেয়ে থাকে। কিন্তু এই খুঁজে খাওয়া খাবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থকে না এবং মুরগীর পুষ্টির অভাব পূরণ হয় না। ফলে কিছু সাধারণ রোগ দেখা যায় যেমনঃ রিকেটস, দূর্বল স্বাস্থ্য, ওজন কমে যাওয়া, ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া বা পূর্ণমাত্রায় পালক তৈরি না হওয়া।

রেফারেন্স সমূহ ঃ

- দেশী হাঁস-মুরগি প্রতিপালন মডিউল-শিক্ষণ বার্তা, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
- সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল নির্দেশিকা- সমন্বত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোন্টে-২য় পর্যায় (ডিএই-ডানিডা)
- শিক্ষণ অধিবেশন সহায়িকা-আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-নোয়াখালী কম্পোন্টে-ডিএলএস-ডিওএফ-ডানিডা

সম্পাদনায় ঃ

ডাঃ মুনীর আহমেদ
ডিভিএম, এম এস, এমপিএইচ, পিএইচডি ফেলো
লাইভস্টক স্পেশালিষ্ট, সিডিএসপি-বি
মোবাইল ঃ ০১৭১১৭৮১০৫২